The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

ফাদওয়া তুকানের রোমান্টিক কাব্য

[Fadwa Tuqan's Romantic Poetry]

Dr. Md. Moniruzzaman
Associate Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh
Dr. S. M. Abdus Salam
Professor, Department of Arabic,, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 20 February 2025
Received in revised: 23 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:

Introduction to the Poet, Romanticism in the life of Poet, suffering, love, dreams, isolation, nature.

ABSTRACT

Fadwa Tuqan, a prominent Palestinian poet, embodies Romanticism in her poetry through profound emotional depth and personal expression. Her work reflects themes of suffering, love and longing, isolation, nature's embrace, and dreamlike imagination. Influenced by personal struggles and societal constraints, Tuqan's poetry delves into existential pain, portraying love as both a solace and a torment. Her verses echo a deep connection with nature, serving as both refuge and inspiration. Through introspection and lyrical expression, she crafts a unique Romantic vision, emphasizing the power of emotions, dreams, and the individual's quest for truth amidst adversity.

ভূমিকা

রোমান্টিকতা মূলত একটি মানসিক অবস্থা, যা মানুষের আবেগ-অনুভূতি, আনন্দ-বিরাগ ইত্যাদিকে বোঝায়। এই মানসিক অবস্থা একজন কবি বা সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের সাথে গভীরভাবে জড়িত একটি গুণ, যা সাধারণ কোনো ছাঁচে ফেলা সম্ভব নয়। রোমান্টিকতার মূলকথা হলো হৃদয় নিঃসৃত আবেগ ও অনুভূতি। সাধারণত কবি-সাহিত্যিকগণের মনোজগতে রোমান্টিকতার বীজ বোপিত হয়। আরব কবিদের মাঝেও রোমান্টিকতা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। রোমান্টিক এ কবিগণের মাঝে ফিলিস্তিনি কবি ফাদওয়া তুকান অনন্য। তাঁর জীবন ও কাব্যে রোমান্টিকতা ছায়া বিস্তার করে আছে। বিশেষতঃ তিনি পারিবারিক পরিমণ্ডলে যে কষ্ট ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছেন, তা তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি রাতের সঙ্গে নিজের জীবনকে তুলনা করেছেন। যেন রাত ও তাঁর জীবন একই সুতোয় গাঁথা। ব্যক্তি জীবনে তিনি আর্থিক ও সামাজিক দুধরনের সংকট মোকাবেলা করেছেন। পাশাপাশি তার জীবনে দুঃখবেদনা, প্রেমভালোবাসাও বাসা বেঁধেছিল। তাই তিনি চলনে বলনে রোমান্টিক হয়ে উঠেন। আর এ রোমান্টিকতার রঙে রাঙিয়ে তোলেন তাঁর কবিতার লাইনগুলো।

কবি পরিচিতি

এ নারী কবির নাম ফাদওয়া, তুকান তাঁর বংশীয় উপাধী। ১৯১৭ সালের পহেলা মার্চ ফিলিস্তিনের নাবলুস শহরের এক সম্ভ্রান্ত সম্পদশালী 'তুকান' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুহাররম আব্দুল ফাত্তাহ তুকান। যিনি নাবশুম শহরের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। মায়ের নাম ফাওজিয়া আমীন আসকালান। তারা পাঁচ ভাই- ইউছুফ, ইবরাহীম, আহমাদ, রিহমি, ফাতায়া ও দুবোন- ফাদওয়া ও আদীবা। ফাদওয়া তুকানের ইমেডিয়েট বড় ভাই আহমাদ তুকান (১৯০৩-১৯৮১) জর্দানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর অপর ভাই প্রখ্যাত ফিলিস্তিনি কবি ইবরাহীম তুকান (১৯০৫-১৯৪১)। তিনি প্রথমে ফাতিমী ও পরবর্তীতে আয়িশাহ স্কুলে পড়াশোনা করেন। পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতির কারণে তের বছর বয়সে তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়।[১] সেজ ভাই ইবরাহীম তুকানের অনুপ্রেরণায় তিনি গৃহকোণে থেকেই উমাইয়া ও আব্বাসী কবিদের অজস্র কবিতা মুখস্থ করেন। ইবরাহীম তুকান নারী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। তাই বৈরূতে অবস্থিত আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন করে ফাদওয়ার শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ফাদওয়াকে ইংরেজি শেখান এবং অধ্যয়নের জন্য প্রচুর বই সংগ্রহ করে দেন। একপর্যায়ে ফাদওয়া নাবলুস ছেড়ে ভাইয়ের কর্মস্থল ফিলিস্তীনের পশ্চিম তীরে অবস্থিত আল কুদস শহরে চলে আসেন এবং পারিবারিক বন্দিশালা থেকে রেরিয়ে মুক্ত পরিবেশ উপভোগ করেন। ফাদওয়ার কবি হয়ে ওঠার পেছনে ইবরাহীম তুকান ছিলেন প্রেরণার বাতিঘর। ফাদওয়া প্রাচীন কবিতার অনুকরণে ছন্দোবদ্ধ কবিতা যেমন লিখতেন, তদ্রূপ ছন্দমুক্ত আধুনিক মুক্তন্দের কবিতা রচনায়ও পারঙ্গম ছিলেন। মিশর ও লেবাননের পত্রিকায় তাঁর কবিতাসমূহ 'দানানীর', 'মুতাওয়াকা- বেড়িপরা' ইত্যাদি ছদ্মনামে ছাপা হতো। কেউ কেউ তাকে প্রাক-ইসলামী কবি "আল-খানসা" (মৃ. ৬৪৫খ্রি.)-এর সাথে তুলনা করেছেন।[২] ষাটের দশকে ফাদওয়া তুকান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর

ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করেন।[৩] লন্ডন থেকে নাবলুসে ফিরে শহরের পশ্চিমে একটি বাড়ি নির্মাণ করে এ বাড়িতে নিভৃতে বসবাস করতে থাকেন। সাধারণ লোকদের সাথে তিনি খুব কমই মেলা-মেশা করতেন। ১৯৬৭ সালে আরব-ইজরাইল যুদ্ধে ইজরাইলীদের মোকাবেলায় আরব রাষ্ট্রসমূহ ব্যর্থ হলে ফিলিস্তিনীদের জীবনে মহাবিপর্যয় নেমে আসলে তিনি শত্রুর বর্বরতার প্রতিবাদে হাতে কলম তুলে নেন । একে একে রচনা করেন কালজয়ী সব বিপ্লবী প্রতিবাদী কবিতা। বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে কবি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৬ সালে তিনি জর্ডান প্রতিনিধি দলের সাথে স্টকহোম যাত্রা করেন এবং আন্তর্জাতিক শান্তি কাউন্সিলের সম্মেলনে যোগ দেন। এ সফরে তিনি হল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীন ভ্রমণ করেন। তিনি নাবলুসে প্রতিষ্ঠিত নাদী সাকাফী-সাংস্কৃতিক মঞ্চের অন্যতম সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে জর্ডান সাংসদ আলী কামাল নাসির, কবি আব্দুল করিম আবু সালমা ও আব্দুর রহমান সাকীরের মতো জাতীয় নেতৃত্বের সাথে পরিচিত হন। ১৯৭৭ সালে ফিলিস্তিনের জাতীয় নাজা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে কবিকে ট্রাস্টি মনোনীত করা হয়। ১২ ডিসেম্বর ২০০৩ সালে কবি স্ট্রোক করেন এবং আল-আকসা ইন্তিফাদা তুঙ্গে থাকাকালে অবরুদ্ধ নাবলুসেই মৃত্যুবরণ করেন।[৪] ১৯৫২ থেকে ২০০০ সালের মাঝে কবির আটটি দীওয়ান প্রকাশিত হয় এবং বৈরূতের দারুল আওদা প্রকাশনী ২০০৪ সালে কাব্যসংকলন আল-আমাল আল-কামিলা প্রকাশ করে। দীওয়ানসমূহ; أخي ابراهي (ভাই ইবরাহীম), وحدي مع الأيام (যুগের সাথে একাকী), وجدتها (আমি তাকে পেয়েছি), أعطنا حباً (আমাদেরকে ভালোবাসা দাও), أمام الباب المغلق (বদ্ধ দরোজার সামনে), الليل والفرسان (রাত্রি এবং অশ্বারোহী), تموز والشئ الآخر জুলাই এবং অন্যান্য বিষয় (১৯৮৯), اللحن الأخير (শেষ সুর (২০০০)।[৫] এ ছাড়াও তিনি কতিপয় গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

রোমান্টিসিজমের পরিচয়

রোমান্টিসিজম পরিভাষাটি ল্যাটিন শব্দ রোমানিয়াস (Romanius) থেকে এসেছে। শব্দটিকে আবেগ এবং হৃদ্যতা বিষয়ক কোনো কিছু বর্ণনা করতে বা কাল্পনিক এবং অবাস্তব কিছু বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। সাহিত্যিক ও শৈল্পিক পরিভাষায় রোমান্টিকতা বলতে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শৈল্পিক আন্দোলনকে বোঝায় যা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে উদ্ভূত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করেছিল। যুক্তিবাদ (তর্কশাস্ত্র) এবং ক্লাসিসিজমের (রোমান্টিক মতবাদ) বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে যা আলোকিত যুগে (عصر التنوير বা জ্ঞানার্জনের যুগ) প্রাধান্য পেয়েছিল। রোমান্টিকতা ব্যক্তিগত আবেগ, কল্পনা, প্রকৃতি এবং বাস্তবতা থেকে স্বপ্ন ও পৌরাণিক কাহিনীর জগতে পালানোর উপর জোর দেয়।[৬] The Oxford Companion to English Literature-এ রোমান্টিসিজম এর পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে–"এটি একটি সাহিত্য আন্দোলন এবং অনুভবশক্তি পরিবর্তিত একটি সুগভীর বিষয় যা বৃটেন এবং সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ১৭৭০ হতে ১৮৪৮ সালের মাঝে জায়গা করে নিয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এটি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রচন্ড প্রভাবের ছাপ রেখেছে। রাজনৈতিকভাবে এটি আমেরিকা ও ফরাসি বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ...আবেগিকভাবে এটি ব্যক্তিসত্তার প্রবল বহির্মুখিতা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মূল্যায়নকে প্রকাশ করেছে। সাথে অসীম এবং অলৌকিক বা লোকোত্তর বোধকেও প্রকাশ করেছে। সামাজিকভাবে এটি অগ্রগতিশীল কারণগুলোকে রক্ষা করেছে। রোমান্টিসিজমের রীতিশৈলীর প্রধান সুরই হলো 'ঐকান্তিকতা ও তীব্রতা' এবং এর শ্লোগান হলো 'কল্পনা'।"[৭]

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে রোমান্টিসিজমের পরিচয়ে বলা হয়েছে-"রোমান্টিসিজম হলো এমন মনোভাব বা বৌদ্ধিক ধারণা যা অনেকগুলো কার্যক্রমকে বিশ্লেষণ করে যেমন সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সমালোচনা এবং ইতিহাস ইত্যাদি। এটি পাশ্চাত্য সভ্যতায় আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালে বিস্তৃত ছিল। রোমান্টিসিজমকে শৃঙ্খলা, ঐক্য, ভারসাম্য, যৌক্তিতা, স্থিরতা ও আদর্শায়ন ইত্যাদি নিয়ম-কানুনকে প্রত্যাখ্যান করতে দেখা যায়। যেগুলোকে সাধারণত ক্লাসিজম ও আঠারো শতকের শেষদিকের নিওক্লাসিজমের দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যায়। এটিকে কিছুটা হলেও ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন, আঠারো শতকের যুক্তিবাদ এবং শারীরিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রতিক্রিয়া বলা যায়। রোমান্টিসিজম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদ, বিষয়বস্তুর প্রাধান্য, অযৌক্তিকতা, কল্পনাপ্রবণতা, স্বকীয়তা, স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগপ্রবণতা, স্বপ্নমগ্নতা ও অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করে।[৮] শিল্পসাহিত্যে রোমান্টিসিজম একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, রূপ বা ধারা-যেখানে শিল্পী তাঁর অসাধারণ কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে, আপন মনের গভীর অনুভূতিজ্জাত ভাবাবেগকে, জীবনের বাস্তবতা ও প্রাত্যহিকতাকে, তার চারপাশের ও অন্তর্দৃষ্টির বিষয়বস্তুকে বাস্তবাতীত প্রজ্ঞাস্পর্শধন্য এক অপূর্ববস্তুতে রূপায়িত করেন, তার নামই রোমান্টিকতা।

রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য

ক. প্রকৃতি ও নিসর্গপ্রীতি : উদার, সবুজ-শ্যামল ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতির বিচিত্র ও নানা রং এর সাথে বৈচিত্র্যময় মানবমনের ভাবাবেগের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন রোমান্টিক কবিরা, ঝড়ের সাথে মোকাবিলা করেও বছরের পর বছর টিকে থাকার মধ্যে জীবনের দুর্যোগে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি ও সান্ত্বনা আবিষ্কার করেছেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়েছেন এবং এগুলোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

খ. মানবপ্রেম ও সহজ-সরলতা : রোমান্টিক কাব্য ও গদ্যসাহিত্যে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও মানবতার প্রতি দরদের চিত্র ফুটে উঠে সেই সাথে তাদের রচনায় সহজ সরল স্বাভাবিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও সে জীবনে পবিত্রতা বজায় রাখার অকৃত্রিম প্রচেষ্টও বিদ্যমান। এই সহজ সরলতার মধ্যে থেকে তারা ভবিষ্যতের জন্য স্বপ্ন সাজিয়েছেন ও জীবনের মৌলিকত্ব বহাল রাখতে আপ্রাণ প্রচেষ্ট চালিয়েছেন। যেমন রুশোর রচনায় প্রকৃতির কাছে প্রত্যাবর্তনের আকুলতা ও মানবতার মহিমা উপলব্ধি ও প্রেমের শক্তির জয়গান, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর কবিতায় লুসি চরিত্রটির এক সাধারণ গ্রাম্য বালিকার আনন্দ ও পবিত্রতা, ব্লেইক এর শৈশবের সরল স্বপ্নময়তা ফুটে উঠে।

গ. অপার বিস্ময় ও রহস্যবোধ : রোমান্টিসিজম 'রিয়ালিজম' বা বাস্তববাদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি। রোমান্টিক কবিরা জীবন ও জগতের সর্বত্র রহস্য অনুভব করেছেন। সৃষ্টিজগৎ ও প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এই সৌন্দর্যের রহস্য ও বিস্ময়ে সীমাহীন মুগ্ধতা ও আবেগ প্রকাশ করেছেন এবং নিজেদের সেই রহস্যের মাঝে বিলীন করে দিয়েছেন। মানবমনের জটিল সমীকরণ ও বাস্তবতার সামনে অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

ঘ. অতীতচারিতা : রোমান্টিক কবিগণ তাদের লেখনীতে সমসাময়িক জীবনের সামাজিক-রাজনৈতিক অনুশাসন ও প্রতিষ্ঠান, কঠোর জীবনযাত্রার প্রতি ক্ষোভ, আস্থাহীনতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে ফিরে যেতে চেয়েছেন দূরবর্তী অতীতের অতিবাহিত জীবনধারার কাল্পনিক সৌন্দর্য ও মায়াময় স্মৃতিতে। স্মরণ করেছেন মধুর সময় ও সে সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রিয় মানুষদের। প্রকাশ করেছেন অতীত গৌরবের কথা। এ সমস্তই ফুটিয়ে তুলেছেন নিজেদের কবিতায়। এমনকি তাঁরা তাঁদের কবিতায় স্বীয় সৌন্দর্যলোক নির্মাণের জন্য প্রাচীন গাথা, লোককথা, কিংবদন্তী, পুরাণ ও ইতিহাসের বিচিত্র ভান্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যেমন আমরা দেখি জীবনানন্দ দাশ তাঁর অসংখ্য কবিতায় ফিরে গেছেন ব্যাবিলন মিশরের প্রাচীন সভ্যতায়, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, আবার স্কটের উপন্যাসে ও কোলরিজের কবিতায় মধ্যযুগ, কিটস ও শেলির কাব্যে প্রাচীন গ্রিসের রূপক ও পুরাণ নতুন করে বর্ণময় হয়ে উঠেছে।

ঙ. অতিপ্রাকৃতের রহস্যানুভব : রোমান্টিক সাহিত্যে অজানা ও অচেনাকে ভয়, আচমকা শিহরণ, অদ্ভুত জিনিসে আগ্রহ, অতিপ্রাকৃত জিনিসের রহস্য ও অতিলৌকিক বিষয় ও ঘটনার প্রতি আকর্ষণ, ফ্যান্টাসি ও স্বপ্নজগত ইত্যাদির নিদর্শন ফুটে উঠে। যেমন-ওয়ালপোল, র‍্যাডক্লিফ প্রমুখের গথিক উপাখ্যান এবং কোলরিজের 'The Ancient Mariner, Christabel, ও Kubla Khan কবিতায় এই ধরণের অতিপ্রাকৃত শংকা ও রহস্যের শিহরণ আছে। কিটসও তাঁর Lamia Isabella La Belle Dame Sans Merci ' (The Beautiful Lady Without Mercy)[৯] প্রভৃতি কবিতায় এক অপার্থিব, অতিলৌকিক জগৎকে তুলে ধরেছেন। কোলরিজ এ ধরণের লেখনীকে বিবৃত করেছিলেন- 'Willing suspension of disbelief' বলে।

চ. বিষণ্নতা ও নৈরাশ্যের বেদনা : রোমান্টিক কবিগণ সবসময়ই বাস্তব জীবনের কঠিন ও কঠোর সত্যের মুখোমুখি হয়ে প্রতিনিয়ত হতাশা, বিষণ্নতা ও নৈরাশ্যের বেদনা লালন করেছেন এবং কবিতার ভাষায় তা ফুটিয়ে তুলেছেন। কখনো কখনো যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের অসহায়ত্ব প্রকাশে তাদের করুণ আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বিদ্যমান মানবজীবনের দুঃখ-ক্লেশ, প্রেম-ভালোবাসায় অপূর্ণতা, সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়ীত্ব, ধ্বংস ও নাশ, ক্ষয় ও মৃত্যু স্বপ্নসন্ধানী কবিমানসকে ব্যাথিত করেছে। যেমন কিটস, শেলি ও কোলরিজের কবিতা বিষণ্নতা ও নৈরাশ্যের বেদনা নানাভাবে অনুভূতিপ্রবণ কবিমনের অসহায়ত্বকে ব্যক্তি করেছে।

ছ. সৌন্দর্যপ্রেম: বস্তুবাদী সমাজের নির্যাতন ও নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়েও স্বল্প সময়ের জন্য রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতি ও সৃষ্টিজগতের পরতে পরতে সৌন্দর্য খুঁজে বেড়িয়েছেন। সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন আকণ্ঠ ডুবিয়ে এবং সেই সৌন্দর্যের বন্দনায় আকুতি ঝরিয়েছেন লেখনীতে। এ ধরণের আকুতি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় কিটসের কবিতায়। এক্ষেত্রে তার বিখ্যাত লাইন হলো- "A thing of beauty is a joy forever" অর্থাৎ সুন্দর সবসময়ই আনন্দদায়ক।

জ. আধ্যাত্মিকতাবাদ ও আদর্শবাদী স্পৃহা : পার্থিব জগতের সীমা ছাড়িয়ে রোমান্টিক কবিগণ উর্ধ্বলোকের অলৌকিক শক্তির প্রকৃতি উপলব্ধি করেছেন এবং ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে আদর্শবাদী স্পৃহায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন ও সাহিত্যে তার ছাপ ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন প্রকৃতির গভীরতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুনেছেন এক অলৌকিক সংগীত এবং মনের চোখ দিয়ে দেখেছেন 'সকল বস্তুর অন্তর্জীবন (the life of things)।' স্কাইলার্কের স্বর্গীয় সুর লহরীতে, কিংবা উদ্দাম পশ্চিমা বাতাসের মত্ততায় শেলি দেখেছেন এক অক্ষয় উর্ধ্বলোকের লীলাশক্তিকে, প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য নির্মাণের বাসনায় তার রোমান্টিক মন ব্যাপৃত থেকেছে এক অলৌকিক শরি উপলব্ধিতে।

ঝ. ভাষা ও শৈলীর নতুনত্ব : ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর 'লিরিক্যাল ব্যালাডস'- এর ভূমিকায় রোমান্টিকদের ভাষা ও শৈলী বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যার মাধ্যমে বুঝা যায়, অষ্টাদশ শতকের প্রথাসর্বস্বতা, সংযম ও শৃঙ্খলা, ছন্দোবদ্ধ পদ্য পদ্ধতির নিগড় ছেড়ে সহজ, স্বতস্ফূর্ত ভাষা এবং সরল, স্বাভাবিক ও উপযোগী নতুন শব্দ চয়ন করা রোমান্টিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। অলংকারবহুল, কৃত্রিম কাব্যরীতির পরিবর্তন সাধন করে ভাষা ও নির্মাণশৈলীর নতুনত্ব আনয়ন করা ছিল রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য।

ঞ. আত্মমুক্তি ও বিদ্রোহী মনোভাব : রোমান্টিক সাহিত্যে ব্যক্তি মনের আবেগ অনুভূতির উচ্ছ্বল বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। সমষ্টির অনুভূতি প্রকাশের নিগড় থেকে এটি মুক্ত। আবার রোমান্টিক সাহিত্য প্রচলিত সমাজের অন্যায়, অনাচার ও ব্যক্তির প্রতি সমষ্টির নির্যাতন-নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ পায়।

ট. হৃদয়ানুভব আশ্রিত : রোমান্টিক সাহিত্য ব্যক্তি মনের আবেগ অনুভবকে আশ্রয় করে গড়ে উঠে। মানুষের ও সমাজের অবস্থা বিশ্লেষণে রোমান্টিক কবিসমাজ বিচার বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়ানুভবকেই মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করেন ও প্রাধান্য দেন।[১০]

আরবি সাহিত্যে রোমান্টিক স্কুলের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত:

আবেগের মহিমাকীর্তন ও কল্পনার প্রাধান্য: আমরা কবিতার কাজে অভিযোগ, ব্যথা, নষ্টালজিয়া, দুঃখ ও বঞ্চনার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

উদ্ভাবন ও নবায়ন: প্রেম ও রোমান্স কবিতার শৈলীতে নতুনত্ব, নির্বাচিত শব্দভান্ডার, অনুকরণের বিরোধিতা, প্রতিভা ও স্বতঃস্ফূর্ততার উপর জোর দেওয়া।

ছন্দের বৈচিত্র্য ও অলঙ্কারের বহুমুখিতা: কবিতায় উপমা, রূপক ইত্যাদি বিভিন্ন অলংকারিক শৈলীর উপস্থিতি।

ধারণা, আবেগ ও সুরের ঐক্য: অভিব্যক্তি কম্পন ও ইঙ্গিত দ্বারা চিহ্নিত হয়।

প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ ও তার কাছে পলায়ন: সামগ্রিক ও খণ্ডচিত্রের প্রতি মনোযোগ, যা আরবি সাহিত্যের শুদ্ধ প্রেমের কবিতার উদাহরণে পাওয়া যেতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ভাষা: সহজ শব্দচয়ন, এবং হৃদয়ের ভাষা হিসেবে কবিতাকে অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ।

কবির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ: কাজের মাধ্যমে কবির আত্মা ও আবেগের অভিব্যক্তি।

বিমূর্ত ধারণাগুলির মূর্তরূপ দানের অভাব: এবং সাহিত্যকে সৃজনশীলতা হিসেবে ঘোষণা করা।

শৈল্পিক দিক থেকে ধ্রুপদী স্কুলের সীমাবদ্ধতা ভাঙা: এবং কবিতার গঠনে পরিবর্তন আনা, যা সকল ধরনের কবিতার মূল ভিত্তি, যেমন আন্দালুসিয়ান যুগের প্রেমের কবিতা।

কল্পনার প্রতি মনোযোগ: এবং রোমান্টিক কবিতায় দুঃখের প্রাধান্য।[১১]

ফাদওয়া তুকানের কবিতায় রোমান্টিক অনুভূতি

ফাদওয়া তুকান আপাদমস্তক একজন রোমান্টিক কবি ছিলেন। রোমান্টিক কবিতায় মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি, হৃদয়ের দহন অন্তর্ভুক্ত থাকে। রোমান্টিক কবি 'আমিত্ব ও সত্ত্বা'র প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে থাকেন। অতঃপর ভালোবাসা ও নান্দনিকতার পবিত্রতা, প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, কল্পনা ও স্বপ্নের কাছে আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বিষয়কে উপজিব্য করে। ফাদওয়া তুকান জীবনের প্রথম দিকে আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন। রাতের মতই ছিল তার জীবন। তার হৃদয়ের আকাশে কালো মেঘ ছেয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে কবির হৃদয় আকাশ হতে সে কালো মেঘের ঘনঘটা ক্ষণিকের জন্যও কেটে যায়নি। কবি যন্ত্রণা, ভালোবাসার কষ্ট, একাকিত্ব, আত্ম-নির্বাসন ও সমাজ বিমুখতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এজন্য তিনি রোমান্টিক কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কবিতায় রোমান্টিক বিষয়াবলি পুরোমাত্রায় স্থান পেয়েছে। যন্ত্রণা, নির্বাসন ও স্বাধীনতা বিষয়ে তিনি রোমান্টিক কবিতা রচনা করেন।

কষ্ট ও যন্ত্রণা

কবি আজন্ম দুঃখিত ও ব্যথিত ছিলেন। মা খুশি মনে তাকে জন্ম দেননি। পিতা জন্মের পর তার মুখ দেখেননি। জীবনে পিতা কন্যাকে একবারের জন্যে নাম ধরে ডাকেননি। কোনো বাক্য দ্বারা সম্বোধন করেননি। এমন কন্যার হৃদয় ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু কি? কবি জীবনের এ দুঃখের কথা أنا والسر الضائع (আমি ও হারানো রহস্য) কবিতায় বর্ণনা করেন,[১২]

... وسرت والأيام أمشي إلى
لا غاية، لا مأمل، لا رجاء
وسرت شيئاً ميت الروح لا
أبحث عن شيء،
وفي نفسي، ثلج وليل، ووطأة اليأس
تخنق في نفسي بقايا النداء

'আমি চলছি দিনগুলোর সঙ্গে,
না আছে কোনো লক্ষ্য, না আছে কোনো আশা, না কোনো প্রত্যাশা।
আমি চলছি যেন এক মৃত আত্মা,

কিছুই চাই না,
আমার ভেতরে বরফ আর রাতের অন্ধকার
এবং হতাশার পদদলন,
আমার অবশিষ্ট আর্তি যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে।'

কবি মনের গভীরে তীব্র বেদনা অনুভব করলেও কারো প্রতি দুর্ব্যবহার করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি আপন মনে ব্যথা সহ্য করে যেতেন। মনের কষ্ট মনের মাঝে দাফন করে নিতেন। কবিতায় কবি মনের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

কবি **أينهم** (তারা কোথায়) কবিতায় বলেন,[১৩]

جرعوني كأس الهوان وسدوا الد　　رب دوني وأمعنوا في امتهاني
كم تمنوا سحقي ومحقي ولكن　　ظل ربي معي يُعظِمُ شـــاني
أينهم؟ إنهم هباء تلاشى　　في فراغ اللاشيء واللامكان
ها أنا حاضر وجودي بشعري　　وانتشاري في أربع الأركان
فليموتوا بغيظهم ها هو إسمي　　نغم عـالق بكل لســـان

'তারা আমাকে অপমানের পেয়ালা পান করিয়েছে,
আমার সম্মুখের পথ বন্ধ করেছে, আমাকে আরো ভীষণভাবে অপমান করেছে।
তারা কতবার চেয়েছে আমাকে ধ্বংস করতে এবং নিশ্চিহ্ন করতে,
কিন্তু আমার প্রভু সবসময় আমার সঙ্গে থেকে আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন।
তারা কোথায়? তারা এখন ধুলিকণা হয়ে শূন্যে মিশে গেছে,
কোনো অস্তিত্বহীন ফাঁকা স্থানে।
আমি এখানে আছি, আমার অস্তিত্ব আমার কবিতার মধ্যে,
আর ছড়িয়ে আছে আমার চতুর্দিকে।
তারা যেন তাদের ক্রোধেই ধ্বংশ হয়, কারণ আমার নাম
সবার মুখে মুখে গীত হয়ে উচ্চারিত হচ্ছে।'

ফাদওয়া তুকানের কবিতা বেদনার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে শুরু হওয়া অযাচিত ছিল না। এই উপাদানটি রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণে একটি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। রোমান্টিকধারা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি ডেকার্টের বিখ্যাত উক্তি, "আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি"-এর আলোকে বলা হয় যে,"আমি বেদনা অনুভব করি, তাই আমি আছি"।[১৪] এই সূত্র ধরেই রোমান্টিক সাহিত্যে বেদনার উপাদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এটিকে আলোচনার একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই বেদনা বিচ্ছিন্নতা, দুঃখ এবং হতাশার অনুভূতির উৎস, যা ফাদওয়ার আত্মায় গভীরভাবে প্রোথিত ছিল এবং তার পুরো কবিতায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। উল্লেখ্য যে, তাঁর কাব্যিক শব্দকোষে আনন্দের কোনো চিহ্ন নেই। ফাদওয়া তার পুরো জীবনকাল- শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো প্রকৃত সুখ অনুভব করেননি। তিনি নিজেই বলেন, "আমার শৈশবে যেসব বেদনাদায়ক অনুভূতির মধ্য দিয়ে আমার জীবন কেটেছে, সেগুলোর তীক্ষ্ণ স্বাদ আমার পরবর্তী জীবনে অনুভব করেছি।"[১৫]

প্রেম ও ভালোবাসা

ফাদওয়া তুকানের যুগে প্রেমের কথা প্রকাশ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি প্রেম করা মহাপাপ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। যদি কেউ প্রেমে পড়ে যেত, তবে তাকে তা গোপন রাখতে হতো। আল্লাহর আইনে গোপন প্রেমের শাস্তি বিলম্বিত হলেও, পৃথিবীর আইনে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হতো। এমনকি যদি কেউ অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও ক্ষমা পাওয়ার বিষয়ে সন্দেহ থেকে যেত। ফাদওয়া তুকান বলেন, "আমাদের আরব-প্রাচ্য সমাজ প্রেমের অনুভূতিকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে দমন করেছে, যেমনটি নারীকে করেছে যুগ যুগ ধরে। এই মহিমান্বিত মানবিক আবেগ, যা নবীদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল, তাকেও সমাজ লজ্জা ও কেলেঙ্কারি হিসেবে রূপ দিয়েছে। মহানবী মুহাম্মদ সা. একবার বলেছিলেন, 'সুবহানাল্লাহ! হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানোর মালিক তিনিই!' যখন হঠাৎ করে তার সামনে জয়নব বিনতে জাহশ রা. উপস্থিত হন, যার সঙ্গে পরবর্তীতে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু আমাদের দ্বিচারী আরব সমাজে প্রেমকে এখনো অপমান ও কলঙ্কের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।"[১৬] ফাদওয়া তোকানের কবিতায় প্রেম তার আত্মার অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর কবিতা রোমান্টিক সাহিত্যে প্রেমের প্রকৃত রূপের এক বিশুদ্ধ প্রতিচিত্র। তাঁর কাছে প্রেম ছিল জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার এক অফুরন্ত উৎস, যা তার হৃদয়কে স্পন্দিত রেখেছে। এমনকি শরীর যখন বয়সের ভারে ক্লান্ত হয়ে

পড়েছিল। আশির দশকে পৌঁছে শারীরিক দুর্বলতা তাকে জীর্ণ করলেও প্রেম তার হৃদয়ে জীবনস্বরূপ বেঁচে ছিল। যেমন তিনি اللحن الأخير [শেষ সুর] কবিতায় বলেন,[১৭]

ما الذي يملك أن يفعله قلب
يظلُّ الشعرُ والحُبُّ قرينين من الجنّ
لصيقين به لا يبرحانه
ما الذي يملك أن يفعله قلب على
طول المدى
هو طفل الحُبّ يمضي سادراً في غيّه
لا ينثني عن عنفوانه
ما الذي يملك أن يفعله قلب
يحب الحب للحب وللشعر
وللمعنى الجميل
يا له قلباً حزين .

'কী-ই বা করতে পারে এক হৃদয়?
যেখানে কবিতা আর প্রেম যেন জীনের মতো জুটি হয়ে থাকে,
যেখানে তারা অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী,
তারা আঠার মতো লেগে থাকে, বিচ্ছিন্ন হয় না।
কী-ই বা করতে পারে এক হৃদয়,
যে যুগ যুগ ধরে প্রেমেরই শিশু,
যে তার মোহমুগ্ধতায় মগ্ন,
যে তার প্রথম প্রেম হতে মুখ ফেরায় না!
কী-ই বা করতে পারে এক হৃদয়,
যে প্রেমকে ভালোবাসে প্রেমের জন্য, কবিতার জন্য,
সুন্দর অর্থের জন্য,
হায়, কী দুঃখ ভারাক্রান্ত তার হৃদয়!'

القصيدة الأولى [প্রথম কবিতা], এই কবিতার প্রথম পঙক্তিতে ইবরাহীম রাজার প্রেমের ছায়ামূর্তি যেন লুকিয়ে আছে। সুযোগ খোঁজে কবিতার ভেতর তা প্রবেশ করার প্রয়াস পান। এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনো উত্তর খুঁজে পান না। তখন তিনি বলেন–[১৮]

لا، لا تسلني، لن أبوح به
سيظل حبك أغواري
ها أنتبحر راح يأخذني
في موجتيه أخذ جبّار
ها أنت، ها أنا قصة بدأت
مكتوبة في سفر أقداري...

'না, না, কিছু জিজ্ঞেস করো না, আমি কিছু বলবো না।
তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা থেকে যাবে আমার হৃদয়ের গোপন গভীরে।
এই যে তুমি, এক সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো
আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছো এক প্রচণ্ড টানে।
এই যে তুমি, আর এই যে আমি-
এক গল্প, যা লেখা হয়েছিল আমার নিয়তির পাতায়... ।'

القصيدة الأخيرة [শেষ কবিতা], এই কবিতায় ফাদওয়া তুকানের প্রেমের পরাজয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রেম যেন দুজন ডুবে যাওয়া নাবিকের মতো, যারা পরস্পরকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কবি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলেন,[১৯]

انتهينا يا رفيقي
حبنا كان استغاثات غريق بغريق
لم تكن تملك لي شيئاً ولا كان لديَّ
لك شيء.
وتلاشي صوتنا
في اصطخاب الموج، في غور بحار الظلمات
عبثاً كنا نريد الحبّ أن يمنحنا خيط الحياة
أنت تدري. لا تسل عن حبنا
نحن حاولنا ولكنا فشلنا
أسفاً، ماذا غنمنا
غير غصات أسانا وجراح الأغنيات؟

'আমরা শেষ হয়ে গেছি, হে সঙ্গী।
আমাদের প্রেম ছিল এক ডুবন্ত মানুষের আর্তনাদ,
যে আরেক ডুবন্ত মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছিল।
তুমি আমার জন্য কিছু করতে পারোনি,
আমিও তোমার জন্য কিছু করতে পারিনি।
আমাদের কণ্ঠ হারিয়ে গিয়েছিল,
সমুদ্রের প্রচণ্ড গর্জনে, গভীর অন্ধকারের অতল গহ্বরে।
আমরা চেয়েছিলাম ভালোবাসা আমাদের জীবন যুদ্ধের মেলবন্ধন হোক,
কিন্তু তুমি জানো, তা হয়নি।
আমাদের প্রেম নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করো না।
আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমরা ব্যর্থ হয়েছি।
দুঃখজনক, আমরা কী পেয়েছি এই প্রেম থেকে?
শুধু কষ্টকর দীর্ঘশ্বাস আর কিছু আহত গান।'

ফাদওয়া তোকানের কবিতায় প্রেম কখনো স্নিগ্ধ আলো হয়ে জ্বলে উঠেছে, কখনো তীব্র শোকের প্রতিচ্ছবি হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তার প্রথম প্রেম সুবহী হয়তো বাস্তব জীবনে হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কবিতার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি অনুভূতিতে সে চিরকাল বেঁচে থেকেছে-এক নিঃশব্দ উপস্থিতির মতো।

স্বপ্ন ও কল্পনা

প্রাচীনকালে আরবরা কল্পনাকে প্রায়শঃ শয়তানের স্বভাব বলে বিশ্বাস করতেন। তারা কল্পনা শক্তিকে একধরনের প্রেরণা হিসেবে কল্পনা করতেন। এমনকি নবী মুহাম্মদ সা.-কে 'কবি' বলে অভিযুক্ত করার মধ্যেও তাদের প্রেরণা ও কাব্যধর্মী ধারণার প্রতি গভীর মনোভাব প্রতিফলিত হয়। কিছু আরব মনে করতেন যে কল্পনা শক্তি মাঝে মাঝে হারিয়ে যায় এবং ফিরে আসে। তারা বিশ্ব করতেন যে, নির্দিষ্ট সময়ে কল্পনার অনুপস্থিতিতে কবির পক্ষে একটি কবিতা লেখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, যখন এটি ফিরে আসে, শয়তান যেন কবির জিহ্বায় কবিতা ফুঁকে দেয়। আরবি ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য শয়তানের সাথে কবিদের সম্পর্কের গল্পে ভরপুর। যেমন কবি আল-ফারাজদাক, শয়তান ও তার পুত্রের বন্ধুত্বের গল্প। এভাবে ফদওয়া তোকানের কবিতায় কল্পনা ও স্বপ্নের প্রকাশের দিকটি গভীরভাবে রোমান্টিক ধারণার সাথে মিশে গেছে, যা তার রচনাকে আরও অনন্য ও বিশিষ্ট করে তোলে। ফারাজদাক বললেন,[২০]

وإن ابن إبليس وإبليس البُنَا لهم بعذاب الناس كل غلام
هما نفثا في فيَّ من فمويهما على النابح العاوي أشدَّ رجام

'ইবলীস এবং তার পুত্র মানুষের কষ্টের জন্যই যেন জন্ম নিয়েছে।
তারা তাদের মুখ থেকে আমার মুখে ফুঁকে দিয়েছে,
যেন তারা আমার শত্রুকে আঘাত করার জন্য প্রবল অস্ত্র সরবরাহ করেছে।'

ফাদওয়া তুকান, একজন রোমান্টিক কবি হিসেবে ছোটবেলা থেকেই কল্পনার শাসনকে মেনে চলার ক্ষেত্রে নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি আমার ভাই ইব্রাহিমের কবিতা আবৃত্তির ভঙ্গি অনুকরণ করতাম এবং নিজেকে একজন কবি হিসেবে কল্পনা করতাম, যিনি তার কবিতা একটি ভিড়ের সামনে আবৃত্তি করছেন। আমি কল্পনার এই ছবির মধ্যে এতটাই মগ্ন হয়ে যেতাম যে এটি আমার কাছে সত্য বলে মনে হতো। যখন শেষ করতাম, আবারও আবৃত্তি করতাম, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার... যেন আমি কোনো আধ্যাত্মিক আকর্ষণের (sufi trance) মধ্যে ছিলাম।"[২১] ফাদওয়া তার কল্পনার জগৎকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যেখানে তিনি তার নিজস্ব একটি মায়াবী এবং সুন্দর পৃথিবী নির্মাণ করেন। তিনি রাতের নীরবতায় ডুবে যান, ঘুমের সুলতান থেকে পালিয়ে, নিজের চোখের নিচে লুকিয়ে থাকা গোলাপি স্বপ্নের ছায়াগুলোকে জড়ো করেন। তিনি ভয় পান যে ভোরের আলো এসে সেই স্বপ্নগুলোকে মুছে ফেলতে পারে। তাই তিনি সেই স্বপ্নগুলোকে আদরের হাতে জড়ো করেন, সুগন্ধে সিক্ত করেন, হৃদয়ের উৎস থেকে ধৌত করেন এবং তার আবেগের উত্তাপে তা স্নিগ্ধ করেন। স্বপ্নের পৃথিবী রাতের অন্ধকারে প্রস্ফুটিত হয়, যখন কবি নিজের আত্মার অন্তর্গত জগতে ডুবে যান, তার প্রতিধ্বনি শুনতে পান এবং নিজের অনুভূতির গভীরতায় জীবন অনুভব করেন। এ সময় তার আত্মা যেন মহাকাশে বিচরণ করে। ফাদওয়া তুকান তার কবিতায় লিখেছেন,[২২]

مع الليل قمت ألملم أطياف   حلـــم هنيء تفيأ هدبي
خشيت إذا الصبح مرّ عليها   تفرُّ مع الصبح في كل درب
وجمعتها بأك ف الحنان   وضمختها برشاش العبير
وحممتها في ينابيع قلبي   ودفاتها بلهيب شعـــوري
ودُرْتُ عليـــها وقلبي يغني   بكأسي ودن خموري العتيقة
خموري عصير كرومي وكانت   مخبأة في كهوفي السحيقة
هناك بدنيا يموج بها الفن   والسحر، دنيا الجمال السعيدة
هناك سجنت طيوفي الغوالي   ونمت وتحت وسادي قصيدة.

'রাতের সাথে আমি উঠে পড়ি,
স্বপ্নের সেই স্নিগ্ধ ছায়াগুলো জড়ো করি।
ভোরের আলো আসার ভয়ে,
তারা যেন ছুটে না যায় পথে পথে।"
আমি আদরের হাতে তাদের ধরে রাখি,
সুগন্ধের ফোটায় সিক্ত করি।
আমার হৃদয়ের ঝরনা দিয়ে তাদের ধৌত করি,
আমার অনুভবের উত্তাপে উষ্ণ রাখি।
আমি তাদের চারপাশে ঘুরি, আমার হৃদয় গান গায়।
আমার পুরাতন মদের পাত্রের সাথে,
আমার মদ আমারই আঙ্গুরের রসে তৈরি,
যা আমার গোপন গুহাগুলোর গভীরে লুকিয়ে থাকে।
সেখানে এক পৃথিবীতে শিল্প এবং জাদু ঢেউ তোলে,
সুখী সৌন্দর্যের এক পৃথিবী।
সেখানে আমি আমার মূল্যবান ছায়াগুলো বন্দি করেছি,
সেথায় আমি ঘুমিয়ে থাকি আর আমার বালিশের নিচে থাকে একটি কবিতা।'

প্রকৃতি

রোমান্টিক ধারণায় একটি বিষয়কে শুধুমাত্র তার বিপরীতের মাধ্যমে বোঝা যায়। রোমান্টিকদের জন্য প্রাথমিক বিষয় হলো, যে মানুষ প্রকৃতির কাছাকাছি থাকে, সে প্রকৃতির গতি ও গতিশীলতাকে ভালোবাসে। যেমন একজন কবি তার শব্দকে ভালোবাসেন। মানুষ গ্রাম ও শহরের মাঝে তুলনা করে। রোমান্টিকরা গ্রামকে ভালোবাসে। কারণ প্রকৃতির পবিত্রতা তাকে সুরক্ষা দেয়, নৈতিক এবং অনুভূতিগত দূষণ থেকে দূরে রাখে এবং সেখানে কল্পনা ও স্বপ্নের জন্য একটি উন্মুক্ত পথ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে শহর মানুষকে এমন একটি পরিবেশে রাখে, যেখানে সৃজনশীলতা আটকে যায়, যেখানে পাহাড়ের মতো উঁচু দেয়াল দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখে এবং সে কোনোভাবেই তার চিত্রকল্প বা দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে পারে না। শহরের মধ্যে সূর্য বা চাঁদ তাদের প্রকৃত কাজ করতে পারে না; সূর্য তার আলো ও ছায়ার চক্র সম্পন্ন করতে পারে না।

আর চাঁদ তার প্রলোভন সৃষ্টি করতে পারে না। শহরে শব্দের বিশুদ্ধতা হারিয়ে যায়, দিনের বেলায় তা গর্জন করে এবং রাতে তা নিঃশব্দ হতে চায় না। তাই তা শব্দহীনতা বা ফিসফিসানি হয়ে যায়, যা ভাষার বইয়ের শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। শহরে চোখের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর রঙের নৃত্য তার দর্শন হারিয়ে ফেলে। চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তার দুর্বলতা লুকানোর চেষ্টা করে।

ফাদওয়া জীবনের বিক্ষুব্ধ রূপ দেখে ক্লান্ত। প্রকৃতির নির্মল ছোঁয়া তার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। তাই তিনি প্রকৃতির কাছে আশ্রয় নিলেন। প্রকৃতিকে নিজের গোপন কথা বলতেন এবং প্রকৃতির কোমল বুকে নিজের মনের ভার লাঘব করতেন। তার প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থে আমরা প্রকৃতির সাথে তার গভীর সংযোগ দেখতে পাই। তিনি প্রকৃতির মধ্যে সুঠামভাবে মিশে গেছেন গমের শীষের সঙ্গে, জলপাই নিয়ে ভাবনার সাথে, সবুজ তৃণভূমির সাথে পথ চলছেন, মোহময় মহাবিশ্বে উড়ছেন, প্রতিটি অলক্ষুণে মুহূর্ত আঁকড়ে ধরছেন, বরফের দিনে কাঁপছেন এবং আরও অনেক কবিতায় প্রকৃতির গলায় মালার মতো জড়িয়েছেন। যেন এক চপল রমণী, যে ক্লান্ত হয়ে নাচতে নাচতে কবিতা-সিক্ত হয়ে উঠেছে। দিনে তিনি বেগুনি মেঘের আচ্ছাদনে ঢাকা থাকেন, আর রাতে তার অনুভূতির শিখায় জ্বলে ওঠেন ও দীপ্তিমান হয়ে ওঠেন। উল্লেখ্য যে, ফিলিস্তিনিদের হৃদয়ে জলপাই প্রতিরোধের একটি প্রতীক, যা পরিচয়, জমির ভাষা, শান্তি, সবুজ এবং দানের প্রতীক। এটি ফিলিস্তিনের গভীর ইতিহাস এবং কাব্যে এক অনন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে থেকে গেছে। ফাদওয়া তুকান জারজিম পাহাড়ের ঢালের জলপাইয়ের বাগানে মাঝে মাঝে স্বল্প সময়ের জন্য পরিদর্শনে যেতেন। মনে হয়, একটি জলপাই গাছের সাথে তার এক হৃদ্যতা তৈরি হয়েছিল, যা একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং সেই গাছ তার গোপন কথাগুলোর আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেন,

هنا، هنا، في ظل زيتونتي
تُحَطِّمُ الروحُ قيود الثرى

يهيم
وتخلد النفس إلى عزلة
يخنق فيها الصمتُ لغو الورى
القلب في عــالم تخلقه أحلامي المبــهمــة
لأفقه في ناظري روعــة وللرؤى في مسمعي هينمة

'এখানে, এখানে, আমার জলপাই গাছের ছায়ায়,
আত্মা মাটির শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত হয়।
মন হারায় আর নিঃসঙ্গতায় বিশ্রাম পায়,
যেখানে নীরবতা জগতের কোলাহলকে চেপে ধরে।
হৃদয় এক জগতে বাস করে, যাকে আমার এলোমেলো স্বপ্নগুলো তৈরি করেছে,
আমার চোখে তার দিগন্ত মোহময় এবং আমার কানে তার স্বপ্নগুলোর মধুর গুঞ্জন।'

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা রোমান্টিক সাহিত্যে এক উচ্চতর স্থান দখল করেছে, যা অধিকাংশ সমালোচকের মতে, অত্যাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলস্বরূপ। রোমান্টিক কবি ও সাহিত্যিকগণ স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে, নিজেদের পথপ্রদর্শক ভূমিকার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, একটি নতুন বিশ্ব গঠনের চেষ্টা করেছেন- রূপে ও বিষয়বস্তুতে। তারা অপরিহার্যতাগুলো মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং সেই মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যে মতবাদে বলা হয়; "যা তুমি চাও না, সেটাকেই মেনে নাও।" বরং তারা ব্যক্তিকে সেই সাময়িক দাসত্ব থেকে মুক্ত করার ডাক দিয়েছেন। কেননা, সে জন্মগতভাবে স্বাধীন। তারা হৃদয়ের আকর্ষণ, অনুভূতির সততা এবং কল্পনার উড্ডীনতাকে অনুসরণ করেছেন এবং বাস্তবতার যুক্তিকে মেনে নেওয়ার প্রবণতা থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফাদওয়া তুকান তার চেতনার সূচনালগ্ন থেকে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "নারীদের ওপর যে পূর্ণ একাকিত্ব চাপিয়ে দেওয়া অবস্থা ছিল, তা আমার বাড়িতে তীব্রভাবে বিদ্যমান ছিল... আমাদের বাড়ি যেন একটি বড় পোল্ট্রির খাঁচার মতো ছিল।"[২৩] এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ফাদওয়ার মন থেকে মুছে যায়নি। এমনকি তার পিতার মৃত্যুর পরেও, যার সাথে তিনি কখনোই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি। তার আত্মজীবনীতে তিনি উল্লেখ করেছেন, "যখন আমার বাবা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, তখনও আমি তীব্র মানসিক সংকটের ভেতর ছিলাম, যা আমার জীবনের সেই সময়ে আবেগের কঠোর দমন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। আমি নিজেকে সেই আবেগ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলাম।"[২৪] ফাদওয়ার কাছে স্বাধীনতা ছিল একটি অস্পষ্ট ধারণা। যদিও তিনি এটি তীব্র মানসিক সংকট হিসেবে অনুভব করেছিলেন। এটি ছিল তার কাছে একটি ধোঁয়াশাময় এবং দূরালোকের কল্পনা।

যখনই ফাদওয়া মানুষটি তার কবি সত্তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চেয়েছেন, তিনি বারবার ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ ফাদওয়া মানুষটি সেই স্বাধীনতার মর্মার্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা কবি ফাদওয়া অনুসন্ধান করছিলেন। এ কারণেই কবি ফাদওয়া চিৎকার করে বলেছেন–[২৫]

أضيق، أضيق بأغلال حبي
فأمضي وتمضي معي ثورتي
أحاول تحطيم تلك القيود

'আমি ভালোবাসার শিকলে ক্রমশ সংকোচ হচ্ছি,
তাই এগিয়ে যাই, আর আমার বিদ্রোহও আমার সাথে এগিয়ে চলছে।
আমি সেই শৃঙ্খল ভাঙতে চেষ্টা করি।'

কবি ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে স্বাধীনতার মর্ম হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। তাই তিনি লিখেছিলেন স্বাধীনতার গান। গানটি শিরোনাম: **حرية شعب** "একটি জাতির স্বাধীনতা"[২৬]

حريتي!
حريتي!
حريتي!
صوت أردده بملء فم الغضب
تحت الرصاص وفي اللهب
وأظلُّ رغم القيد أعدو خلفها
وأظلُّ رغم الليل أقفو خطوها
وأنا أناضل داعياً حريتي!
حريتي!
حريتي!

'আমার স্বাধীনতা!
আমার স্বাধীনতা!
আমার স্বাধীনতা!
আমি এই ধ্বনি পুনরাবৃত্তি করি ক্রোধে ভরা কণ্ঠে,
গুলির নিচে আর আগুনের মাঝে ।
শিকলে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও আমি তার পেছনে ছুটি,
রাত্রির অন্ধকারেও আমি তার পথ অনুসরণ করি।
আমি সংগ্রামে লিপ্ত থেকে কেবল একটিই ধ্বনি উচ্চারণ করি:
আমার স্বাধীনতা!
আমার স্বাধীনতা!
আমার স্বাধীনতা!'

কবিতায় স্বাধীনতার প্রতি কবির গভীর আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। ফিলিস্তিনি জাতি স্বাধীনতার স্বাধ ভোগ করতে পারেনি, তাই স্বাধীনতার প্রতি তাদের প্রবল আকর্ষণের কথা ফাদওয়ার কাব্যিক ছন্দে ভেসে উঠেছে।

উপসংহার

কবি সাহিত্যিকদের রোমান্টিক মনোভাবের ফলে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। যার অনুভব শক্তি যত শক্তিশালী তার সাহিত্য তত উন্নত। ফাদওয়া তুকান এমন একজন কবি যার জীবনে রোমান্টিকতার উপাদানের বীজ বোপিত আছে। যার ফলে রোমান্টিক সাহিত্য তার সহজাত প্রবৃত্তিতে রূপ নেয়। এ যেন হৃদয় হতে উৎসারিত ঝর্ণা, যার প্রতি ফোটা পানি সুপেয়। লক্ষণীয় যে, ফাদওয়ার প্রতিটি কবিতায় ভাষা ও বিষয়গত নতুনত্ব তার কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রতিটি ছত্রে দুঃখ-বেদনার সুর বেজে চলেছে। তার হৃদয়ের আকুতি, প্রেমের বঞ্চনা, অবশেষে ব্যর্থতা কোনো কিছুই তিনি মনের গহীনে লুকিয়ে রাখেননি; বরং পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত করে গেছেন কবিতার পর কবিতায়। তার এ মহান কবিতাসমগ্র যুগে যুগে পাঠক হৃদয়ে রোমান্টিক সুবাস ছড়াবে।

তথ্যনির্দেশ

[১] গারিদ আস সাইহ, *ফাদওয়া তুকান শি'র ও ইলতিযাম* (লেবানন: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪), পৃ. ৫-৯।

[২] মাহমুদ হায়দারী, *আর-রু'আতুল-উনসুবিয়্যাহ ফিল খিতাবিশ শি'রী*, আল-লুগাতুল আরাবিয়্যাহ ও আদাবুহা, ৭ম সংখ্যা, পৃ. ২৪৪।

[৩] ফাদওয়া তুকান, *দীওয়ান*, খ. ১ (বৈরূত: দারুল আউদাহ, ১৯৮৮), পৃ. ৩১।

[৪] লিয়ানাহ বদর, *"যিলালুল কালিমাতিল মাহকিয়্যাহ": হিওয়ার মাআ ফাদওয়া"* (আল-কাহিরাহ: দারুল ফাতাহ আল-আরাবী, ১৯৯৬), পৃ. ৫-৬৯।

[৫] ফারহানা সিদ্দীকী, *দাওরুল মার'আহ* (দিল্লী: গুডলাক প্রকাশনী, তা.বি.), পৃ. ২৪২।

[৬] আল-আদাবুল মুকারিন, মুহাম্মদ গুনাইমী হিলাল (মিসর: নাহদাতু মিসর, ২০০৮), পৃ. ৯৫-১০৫।

[৭] Aidan Day, *Romanticism,* (London and New York: ROUTLEDGE, Drabble, ১৯৮৫), পৃ. ৮৪২-৪৩।

[৮] *Encyclopedia Britannica, Romanticism,* www.britannica.com. সর্বশেষ সংস্করণ নভেম্বর, ২০১৯।

[৯] কবিতাটির ফ্রেঞ্চ শিরোনামই খ্যাতি পেয়েছে বেশি। ১৮১৯ সালে রচিত কিটসের ব্যালাডধর্মী কবিতা এটি। এর শিরোনাম নেয়া হয়েছে ১৫শ শতকে রচিত অষধরহ ঈযধৎঃরবৎ এর খধ ইবষষব উধসব ঝধহং গবৎপর কবিতা থেকে। সূত্র: উইকিপিডিয়া। http://en.m.wikipedia.org|

[১০] https://www.britannica.com/art/Romanticism ; https://www.google.com/search? *রোমান্টিসিজমের+সংজ্ঞা+ও+বৈশিষ্ট্য*

[১১] *https://www.almrsal.com/post/990889*

[১২] ফাদওয়া তুকান, *আল-আ' মালুশ শি'রিয়্যাহ আল-কামিলাহ*, পৃ. ১৭৮।

[১৩] ত্বহা আল-মুতাওয়াক্কিল, *কিরাআতুল মাহযূফ- কাসাইদ লাম তানশুরহা ফাদওয়া তুকান* (মানশুরাতুল মাকতাবিল মিসরী, ২০০৪), পৃ. ৫১।

[১৪] ইলিয়া হাবী, আর রোমানসিয়া ফিশ শি'রিল আরাবী ওয়াল গারবী, পৃ. ৯৪।

[১৫] ফাদওয়া তুকান: *রিহলা জাবালিয়্যাহ, রিহলা সা' বাহ* (আম্মান: দারুস শুরূক, ১৯৯৯), পৃ. ২১।

[১৬] রিহলাহ জাবালিয়্যাহ-রিহলাহ সা'বাহ, পৃ. ১৩৯।

[১৭] ফাদওয়া তুকান, *দীওয়ান-আল লাহনুল আখীর* (আম্মান: দারুস-শুরুক, তা.বি.), পৃ. ৫৩-৫৪।

[১৮] ফাদওয়া তুকান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩।

[১৯] *আল-আ' মালুশ শি' রিয়্যাহ আল-কামিলাহ*, পৃ. ৩০৬।

[২০] *দীওয়ান আল-ফারাজদাক*, (বৈরূত: দারুল বায়রূত, ১৯৭৮), পৃ. ২৫০।

[২১] ফাদওয়া তুকান, *দীওয়ান*, পৃ. ৬৬।

[২২] ফাদওয়া তুকান, *দিওয়ান-ওয়াজাদতুহা*, পৃ. ১৮৮-১৯০।

[২৩] *রিহলাহ জাবালিয়্যাহ- রিহলাহ সা' বাহ*, পৃ. ১৩২।

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

[২৫] ফাদওয়া তুকান, আল-আ'মালুশ শি'রিয়্যাহ আল-কামিলাহ, পৃ. ১৬৮।

[২৬] ফাদওয়া তুকান, দীওয়ান: আল-লায়লু ওয়াল ফুরসান-আল-আ'মালুশ শি'রিয়্যাহ আল-কামিলাহ, পৃ. ৪২৭-৪২৯।